টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd No. C. 853

মাঘ-ফাল্গুনের

শুভ বিবাহের

সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম

কার্ডের বিরাট সম্ভাবেশ।

॥ পণ্ডিত প্রেস ॥

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 19th Jan. 1972 | ৩২শ সংখ্যা

জাতীয় সঙ্গীতে
ভারত ও বাংলাদেশ

ভারত সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছেন! আর বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা লাভের এক মাস অতিক্রান্ত না হতেই কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানখানিকে এই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করলেন। দুইটি গানেরই এক অপূর্ব ভাবতন্ময়তা ও আবেদন আছে। 'জনগণমন' গানখানির ভাব-গাম্ভীর্য যেমন, অন্যদিকে 'আমার সোনার বাংলা'-য় বাংলার প্রাকৃতিক ও মানসিকতার দিক থেকে এমন একটা ভাব-সঙ্গতি রয়েছে, যা কেবল অনুভবের ও উপলব্ধির বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। কোন যুগেই পৃথিবীর কোথাও একই কবির দুটি রচনা দুই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হয় নি। বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে আমল ছিল, সেখানে কবিগুরু ছিলেন অসম্মানিত এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন অবহেলিত। আজ সেখানে কবি নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' গানটি রণসঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরই বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সঙ্গীত ও রণসঙ্গীত নির্বাচনে যা করলেন, তাতে এই সরকার আপন মহত্ত্ব কতটা যে বাড়িয়ে তুললেন, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গবাসীরও সুগভীর শ্রদ্ধা অর্জন করলেন বাংলাদেশ সরকার।

সাগরদীঘি থানার এখানে-সেখানে
ডাকাতি—খুন—ছিনতাই

গত ১৫ই জানুয়ারী '৭২ সাগরদীঘি থানার বেলাইপাড়া গ্রামের আনসার ডাক্তারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা বাড়ীতে হানা দেবার পর কয়েকটা বোমা ফাটাই। বোমার শব্দে গ্রামের লোকজনেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বেগতিক দেখে দুর্বৃত্তরা সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পরে নি।

* * *

গত ১৬।১।৭২ তাঁতিবিড়ল গ্রামের খালেক মণ্ডলের বাড়ীতে একদল দুর্বৃত্ত হানা দিয়ে নগদ এক হাজার টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয় নি। কোন পুলিশও আজ পর্যন্ত গ্রামে আসেনি।

* * *

গত ১৭।১।৭২ সকালে দক্ষিণগ্রামের বৈদ্যনাথ সেন ও বন্যেশ্বরের মটর চঁদ লোহাপুরে দোকানের মালপত্র কিনতে যাচ্ছিলেন। তাঁতিবিড়ল ও বেলাই-পাড়া গ্রামের মধ্যস্থলে একদল দুষ্কৃতকারী তাঁদেরকে ভীষণভাবে মারধোর করে সব টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। বর্ত্তমানে বৈদ্যনাথ সেন ও মটর চঁদ জখম অবস্থায় জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে আছেন। মটর চঁদের গাড়োয়ানও গুরুতরভাবে জখম হয়।

* * *

গত ১৭।১।৭২ সেউর গ্রামের হারাধন পালের (গণ্ডেশ্বর) বাড়ীতে বেলা প্রায় তিনটের সময় তিনজন যুবক প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে বন্দুক চায়। সে সময় হারাধন বাবু বাড়ী ছিলেন না। এই খবর জানতে পেরে গ্রামের লোক ঘটনাস্থলে এসে যুবকদের তাড়া করে ও দু'জনকে ধরে ফেলে। একজন পালিয়ে যায়। যে দু'জন ধরা পরেছে তাদের বাড়ী নাকি সাগরদীঘি থানার বোখারা গ্রামে।

* * *

সম্প্রতি ধলসা গ্রামের ৬৫ বছরের বৃদ্ধ হাজি মহম্মদ মণ্ডল সাহেবকে কে বা কাহারা হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডে জনসাধারণ বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়েছেন। পুলিশ তদন্ত চলছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মুখবন্ধ

আনাজ-ফলপত্র হিমঘরে রাখার ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘদিন পর তাকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ সব জিনিস হিমঘর থেকে বাইরে এলেই বাইরের তাপ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু প্রথম কিছুক্ষণ ঠাণ্ডাটা তাদের গায়েই লেগে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনটা এমনি একটা হিমঘর হয়েছিল যেখানে এই রাজ্যের রাজনীতি সংরক্ষিত ছিল এতদিন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনের পরই রাষ্ট্রপতি শাসনের হিমঘর হতে বেরিয়ে এল এই রাজ্যের রাজনীতি। যুদ্ধের দামামা থেমে গেল, নির্বাচনের দামামা বাজবার উপক্রম করছে। কিন্তু নির্বাচনী-রাজনীতির গায়ের ঠাণ্ডা ভাবটা পুরোপুরি এখনও কাটেনি। অবশ্য কাটতে যে দেরী নেই তার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখন সমঝে গেছেন যে, আগামী ১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচন সম্বন্ধে একটা জাড্যতা বড় বেশী স্পষ্ট করে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর আর শীতের জবুথবু ভাব রাখলে ত চলে না। তাই এক এক করে গা-ঝাড়া দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং নির্বাচনী-দামামা খুব শীঘ্রি বেজে উঠবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচনের প্রাথমিক পদক্ষেপ যেটুকু, তা হচ্ছে নানা দলের মধ্যে মোরচা গঠন। অর্থাৎ কে কোন্ দলে ভিড়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন তা স্থির করা। এর জন্যে দলগুলির মধ্যে নানা প্রচেষ্টা যে চলছে তার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ঘটনাটা নাকি শাসক কংগ্রেসের পক্ষে একটা আনুকূল্য এনে দেবে বলে অনেকেই মনে করছেন। কী হবে না হবে, এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। তবে জোট বাঁধার যে সবনমুনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে একটা বৈচিত্র্য আছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনটা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে অপেক্ষা করছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এটা বেশী করে ধরা পড়ে যায় জোট বাঁধার নমুনা দেখে।

নব কংগ্রেস আর সি পি আই একটা বোঝা-পড়ায় আসছেন। রাজ্য বিধানসভার ২৮০টি আসনে নব কংগ্রেস লড়বেন ২২০টির জন্যে। নব কংগ্রেসের মত এই যে, অবশিষ্ট ৬০টি আসনে সি পি আই ৪০টিতে প্রার্থী দিন; ফরওয়ার্ড ব্লক নেবেন ১৫টি; গোরখা লীগ ৩টি এবং দাশপন্থী পি এস পি ২টি। সুতরাং একটা ফ্রন্টে থাকছেন নব কংগ্রেস এবং এই দলগুলি। কিন্তু আসন বন্টন ব্যবস্থা এখনও পাকা হয়নি। কারণ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি উল্লিখিত দলগুলি আরও আসনে লড়তে চান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়া চলছে, চলবে। তাছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক এই মোরচা গঠনে সম্পূর্ণ রাজি হতে পারেনি

অপর দিকে সি পি এম প্রমুখ সংযুক্ত বামপন্থী দল সব আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। শুধু তাই নয়, ছয় পার্টির দল অপরাপর বামপন্থী দলকেও ডাকছেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়বার জন্যে অর্থাৎ নির্বাচনে অ কংগ্রেসী আধি তা কায়েম করবার জন্যে। আর এস পি ও এস ইউ সি ছয় পার্টি দলে যোগ দিচ্ছেন।

কিন্তু চিত্র এখনও পরিষ্কার নয়। ছয় পার্টির আহ্বানে অন্যান্য বামপন্থী দল কি কতটুকু সাড়া দেবেন এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কিছু কিছু বামপন্থী দল 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' মন নিয়ে রয়েছেন। একঘরে আদি কংগ্রেস বিদ্রোহী এস এস পি, ইণ্ডিয়ান আওয়ামী লীগ এবং ধারাপন্থী বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে এক ঘরে থাকতে চান নূতন একটা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে। সমস্যা নাকি মুসলিম লীগের। কেননা, আদি বা ন-আদি কংগ্রেস নাকি মুসলিম লীগকে দলে নিতে চাইছেন না। তবে চেষ্টা এখনও চলছে কোন ধারে ভিড়ে যাওয়ার। এই ত গেল নির্বাচনী বোঝাপড়ার প্রাথমিক চিত্র যদিও তার পূর্ণ এবং স্বীকৃত রূপ এখনও পাওয়া যায়নি।

আগামী নির্বাচনের চমকপ্রদ একটা সংবাদ এরই মধ্যে পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াবেন এবং প্রার্থী হবেন কোন মুসলমানপ্রধান নির্বাচনী এলাকায়। অপর পক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীজয়নাল আবেদিন প্রার্থী হচ্ছেন এক হিন্দুপ্রধান কেন্দ্র হতে। স্থান দুটি কোথায় তা পরে জানতে পারা যাবে। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এবারের নির্বাচনে কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব আদৌ থাকবে না। এটা কিন্তু কংগ্রেস তরফের কথা। মুসলিম লীগকে যদি কংগ্রেসী সমঝোতায় পাওয়া যায় তাহলে এই লীগ অনুরাগীরা কি এটা সর্বত্রই মেনে চলবেন না, তখন অবস্থা যেমন ব্যবস্থা তেমন হবে? সুতরাং কৈফিয়ৎ-এর কথা যা বলা হল, সেটা একটা বিশেষ ফ্রন্টের কথা।

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার এখনও প্রচারিত হয়নি। ছিটেফোঁটা যেটুকু পাওয়া গেছে, তাতে সম্পূর্ণ চিত্রটা স্পষ্ট হয়নি। বামপন্থী দলগুলিও তাঁদের ইস্তাহার প্রকাশ করবেন। বিগত নির্বাচনে যে একটা ভয়-ভীতি সর্বস্তরের লোকের মনে কাজ করেছে, এবারে তা আর নেই। আসরটা সরগরম হয়ে উঠতে আর কিছুদিন লাগবে। অপেক্ষা কেবল জোটগঠন শেষ হওয়ার।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খাতাপত্র আর কতদিন পুলিশ হেফাজতে থাকবে?

জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহর রঘুনাথগঞ্জের ছাত্রগণের একমাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় খাতাপত্র বর্ত্তমানে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টরের হেফাজতে আছে বলিয়া প্রকাশ। জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য উহা আর কতদিন 'জাগে' থাকিবে?

বিদেশী মুসলমানের গতায়াত

দিন কয়েক হইতে ২০।২৫ জন মুসলমান পুরুষকে রঘুনাথগঞ্জ থানার বারান্দায়, বেলগাছ তলায় ও নিকটস্থ গৃহস্থদের বারান্দায় উঠাবসা করিতে দেখা যাইতেছে। কখনও কাগজে দরখাস্ত আকারে লিখিতেও দেখা যাইতেছে। উহারা কে ও কি মতলবে থানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিতেছে? উপরোক্ত বিষয়ে আমরা স্থানীয় মহকুমা পুলিশ অধিকর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এসো মা বীণাপাণি

প্রতি বৎসর তিনবার তোমার দর্শন পাই মা। একবার শরৎকালে, একবার বসন্তকালে মা-মহামায়ার সঙ্গে তাঁর কন্যারূপে, আর একবার হংসবাহনে বীণাপুস্তক হস্তে এই সময়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য দেবগণ যখন এক এক দেবদেবীর উপর এক এক বিভাগ পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন, তখন তুমি পাইলে শিক্ষাবিভাগ এবং চারু-কলা অর্থাৎ শিল্প ও গীতবাদ্যের ভার। বাংলা মুলুকে এই বিভাগের লিখন পঠনাংশে বহু স্বার্থপর, অবিচারক, অসাধু ব্যক্তি নানাভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া তোমার সাদা অঙ্গে তোমারই মস্যাধারের মসী লেপন করিয়াছে। তাই নাকি তোমার মর্ত্ত্যভূমে আসিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। তোমার দোষ কি মা? আমরা শুনিয়াছি—তুমি ছাড়া এক দুষ্কার্য্যকারিণী দুষ্টা সরস্বতী আছে। সেই সব পাজি লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া অকার্য্য সংঘটন করাইয়া থাকে।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই ভারতে ক্রমে ক্রমে বহু সরস্বতী নামের পুরুষ ও মেয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের "সরস্বতী" নাম গ্রহণ করা দেখিয়া আমাদের দেশের এক স্বল্পাক্ষর যুবক কলিকাতায় ডাক পিয়নের কাজ করিত, তাহাকেই মনে হয়, মা। সে যখন দেশে ফিরিত, দেশের লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—তুমি কি কাজ কর কলকাতায়? সে প্রথমে গুমর করিয়া বলিত—তোমরা বুঝতে পারবে কি? বহু সাধ্যসাধনার পর তাহার পদের নাম করিত ইংরাজীতে—"ডেলিভারী পোষ্টম্যান অব্ দি পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট আণ্ডার দি পোষ্ট মাষ্টার জেনেরাল অব্ বেঙ্গল এণ্ড আসাম আণ্ডার দি ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট।" এই সব মদ্দা সরস্বতীর বা দুষ্টা সরস্বতীর অকার্য্যের জন্য তুমি দায়ী কেন হবে মা?

যাহারা সত্যিকার পণ্ডিত (অর্থাৎ আমাদের মত পণ্ড করা পণ্ডিত নন) তাঁহারা বলেন—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জন-ভয়াৎ তুম্বীং বহতি বক্ষসি॥

নাদ অর্থাৎ শব্দরূপ সমুদ্রের পার কোথা, তা স্বয়ং সরস্বতীও জানেন না। আজিও তিনি এই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে বক্ষে তুম্বী অর্থাৎ লাউ বহন করিতেছেন।

আমরা যদি সরস্বতী হই মা, মজ্জন ভয়ের জন্য কলসী (দড়ি?) সঙ্গে রাখিব।

মা, আমরা ছাপাখানার ভূত। বড় বড় পণ্ডিতেরা আমাদের ঘাড়ে তাঁহাদের ভুলের দোষ চাপাইয়া পাণ্ডিত্য বজায় রাখেন। আমাদের মসীলিপ্ত অঙ্গের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ কর মা।

শুভাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং,
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্।

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।

পরলোকগমন

বিগত ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইনষ্টিটিউসনের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক পাইকর নিবাসী মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে কল্যাণী শহরে তাঁহার মধ্যম পুত্রের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ৩০/৭০ মনি

বাদী—আবদুল সাত্তার বিশ্বাস
পিতা মৃত উমেদুল্লা বিশ্বাস
সাং সুরপুর থানা সুতী
জেলা মুর্শিদাবাদ।

বনাম

বিবাদী—অমূল্যচন্দ্র রায়
পিতা মৃত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়
সাং রমাকান্তপুর থানা সুতী
জেলা মুর্শিদাবাদ।

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে উপরোক্ত নম্বর বাদী আপনার বিরুদ্ধে হাওলাতি ৪০০৲ চারি শত টাকার দাবীতে যে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছে আপনাকে অত্রাদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আপনার উপর বারংবার সমন ও পরে রেজিষ্ট্রী নোটীশ দিয়াছেন তৎসত্বেও সমন বা নোটীশ জারি না হওয়ায় এই বিজ্ঞাপিত করিয়া জানাইতেছি যে পুনরায় আপনার উপস্থিতির জন্য আগামী ২৮।১।৭২ তারিখে দিন ধার্য্য আছে উক্ত তারিখে আপনি স্বয়ং অথবা জনৈক উকিল নিযুক্ত করিয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার পক্ষে বক্তব্য আদালতে পেষ না করিলে আপনার অসাক্ষাতে আদালতের আইনানুগত মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবে এতদর্থে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল।

ইতি ২১।১২।৭১

By Order,
of the Court
Sd/- H. K. Roy,
Sheristadar,
1st Munsiff's Court, Jangipur

রঘুনাথগঞ্জ শহরে সদর রাস্তার উপর চুরি

গত ১৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের সদর রাস্তায় অবস্থিত চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসক শ্রীহাজারীলাল রায়ের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া দুইখানি সাইকেল, কয়েক বস্তা ধান, পিতলের ঘড়া, থালা ও গেলাস লইয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী থানায় ডাইরী করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পরলোকগমন

গত ১০ই জানুয়ারী সোমবার রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ চিকিৎসক ব্যানার্জী কোং নামক প্রতিষ্ঠানের মালিক রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গত ১৭ই জানুয়ারী সোমবার রঘুনাথগঞ্জের উকিল স্বগায় সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র বিনয়ভূষণ মিত্র ৬৬ বৎসব বয়সে তাঁহার পুত্রদের কর্ম্মস্থল দুর্গাপুরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পক্ষণ মধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭২
২৯তম অধিবেশন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশন বর্ধমান জেলার চকদীঘিতে আগামী ২০ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের সমস্যাবলী আলোচিত হইবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে বিকাল ৩-৩০ মিঃ সময় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ সুকুমার সেন। সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছুক জনসাধারণকে বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে (পি, ১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪) যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও ...

জটিলতাহীন এই কুকারটির ... ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

আহিরণ ব্যারেজের দুইদল কুলির মধ্যে
ভীষণ দাঙ্গা একব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে আহত

গত ১৩ই জানুয়ারী বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় আহিরণ ব্যারেজের মাটি কাটা খাদের জরিপ লইয়া ভৈরবটোলা ও লালখাঁর দিয়াড়ের দুইদল কুলির মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বাধে। লালখাঁর দিয়াড় দলের আয়েস আলি সাংঘাতিকভাবে জখম ও তিনজন অল্পবিস্তর আহত হয়। ভৈরবটোলা দলের ঠিকাদার নেসমহম্মদ বিশ্বাস ও আর ছয়জনকে সি আর-পি পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K.-

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।